লিপি
শিলিগুড়ি, শনিবার, ১ জুলাই, ২০১৭
Siliguri-Saturday • July 1,2017
Arthik Lipi, Page 3

মুক্ত আলোচনাতেই সমাজ সমৃদ্ধ হয়, মন্তব্য রাষ্ট্রপতির

স্মৃতিচারণায় উঠে এল অবিভক্ত বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাস

শুভঙ্কর বড়ুয়া

'ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্ন মতের সহাবস্থান সমাজের এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়। যে সমাজে যত মুক্ত আলোচনা হয়, তা ততো সমৃদ্ধ হয়।' রাষ্ট্রপতি হিসাবে শেষবারের মতো কলকাতা সফরে এসে শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমনই মত পোষণ করলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মতকে বাগানের প্রস্ফুটিত নানা ফুলের সঙ্গে তুলনা করে দেশের প্রথম নাগরিকের মন্তব্য, 'বাগানে নানা রঙের না বর্ণের ফুলের মতোই সমাজে ভিন্ন মতেরও প্রস্ফুটিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।' পাশাপাশি, 'ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি এবং সংবাদপত্র ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত' বলেও নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। তাঁর কথায় সংবাদমাধ্যম এবং রাজনীতি'র সম্পর্ক ঠিক জল ও মাছের মতো। এদিন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের দ্বি-শতবার্ষিকী উৎযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, পঞ্চায়েত-গ্রামোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রেসক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিষ সূর, সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক। বাংলা ভাষায় এবং অবিভক্ত বাংলা থেকে প্রকাশিত সাংবাদপত্রের ইতিহাস বর্ণণা করতে গিয়ে এদিন প্রণববাবুর বক্তব্যে উঠে আসে ১৭৮০ সালে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেঙ্গল গেজেট' থেকে শুরু করে ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের হাত ধরে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কথা। ১৮১৮ তে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' থেকে ১৮৩১এ প্রকাশিত 'জ্ঞানঅন্বেশন', 'সমাচার চন্দ্রিমা' (১৮৩২) থেকে বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস বর্ণণা করতে গিয়ে এদিন একগুচ্ছ ইতিহাস সকলের সামনে তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি।

বাংলা সংবাদপত্রের ২০০ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বই প্রকাশ করছেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা লাজপত রাই, দাদাভাই নৈরুজি'র মত বরেণ্য দেশপ্রেমীদের জড়িত থাকার বিষয়টিও নিজের স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন প্রণববাবু। মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হরিজন' পত্রিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ থেকে শুরু করে বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে সমাজে গণমাধ্যম তথা সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এদিন বারবার উঠে আসে প্রণববাবুর বক্তব্যে।

জিএসটি'র প্রতিবাদে শহর জুড়ে বন্ধ ছোট-মাঝারি ব্যবসা

জিএসটি চালুর প্রতিবাদে শহরে ব্যবসায়ীদের মিছিল।

স্টাফ রিপোর্টার: কেন্দ্রের নির্দেশে ১ জুলাই থেকে গোটা দেশে জিএসটি চালু হতে চলেছে। তবে জিএসটির ব্যাখ্যা আদতে কী হবে তা নিয়ে সমস্ত শিক্ষের ক্ষেত্রেই বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তবে সে ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন রয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। সেই কারণেই মানুষের মতামত না নিয়েই জিএসটি চালু করে দেওয়ার কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শহর জুড়ে বন্ধ থাকল বস্ত্র সহ বহু বিপণন সংস্থা। জিএসটি চালু হলে বাড়তে পারে বেশ কিছু জিনিসের দাম। মূলত বড় বাজার, নিউ মার্কেটে বস্ত্র বিপণনের ইউনিয়নগুলি মিলিতভাবে ধর্মঘটের আহ্বান করেছিল। সেই কারণে শুক্রবার পণ্য ও পরিষেবা করের বিরোধিতায় 'কালাদিবস' পালন করলেন শহরের ব্যবসায়ীরা। জিএসটি'র সরলীকরণ, ইন্সপেক্টর রাজের অবসান প্রভৃতি একগুচ্ছ দাবিতে শুক্রবার নিউ মার্কেট বন্ধ রাখে ব্যবসায়ী সংগঠন। তাদের দাবি, জিএসটি নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও ধোঁয়াশা রয়েছে। আদতে জিএসটি হলে কি হবে তাদের বিপণন পদ্ধতি, কেমন হবে তাদের মূল্য তালিকা তাই নিয়ে কোনওভাবেই কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না কোনও ব্যবসায়ীরা। তাদের ধারণা দেশজুড়ে এই নয়া কর ব্যবস্থা চালু হলে আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হবেন ছোট ব্যবসায়ীরা। শহর জুড়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একাধিক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বলেন, জিএসটি'র জন্য রাজ্য সরকার রাজি আছে ঠিকই কিন্তু এখনই রাজ্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয় জিএসটি চালুর ক্ষেত্রে। কেন্দ্র সরকার গায়ের জোরে ১ জুলাই থেকে জিএসটি চালু করতে চলেছে। বিভিন্ন রাজ্যের মতামত নেওয়া হয়নি। যদিও এ রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের কাছে জানানো হয়েছিল, কিছু সময় পরে জিএসটি লাগু করা হোক। না হলে এর প্রভাব পড়বে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির উপর। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়বেন। কলকাতায় জিএসটির প্রতিবাদে মোট ১৮টি ব্যবসায়িক সংগঠন শুক্রবার বন্ধ করেন। ২০০৬ সালে ইউপিএ আমলে শুরু হয়েছিল জিএসটি রূপায়ণের প্রক্রিয়া। বহু বাধা পেরিয়ে অবশেষে কার্যকর হচ্ছে অভিন্ন কর নীতি। রাজনৈতিক ভাবেও জিএসটি প্রস্তাব পাশের সময় একে সমর্থন জানানো হয়েছিল ঠিকই তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মতামত নেওয়া প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছে ব্যবসায়িক মহল। এছাড়া ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নিকরণের ক্ষেত্রেও জিএসটির প্রভাব কিভাবে পড়বে তা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছে ব্যবসায়ী মহল। কলকাতা পুরসভার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, যে সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি গত বছর মুচলেকা দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ করিয়েছিল, এবছর জিএসটি চালু হওয়ায় সেগুলি যথাযথ নিয়ম মেনেই সঠিকভাবে রিনিউ করা হবে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনও সুবিধা পাবেন না ব্যবসায়ীরা। আপাতত জিএসটি লাগু হওয়ার পরে সমস্ত বিভ্রান্তির অবসান হবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার: ফের আগুন সরকারি হাসপাতালে। শুক্রবার সকাল ৮.২০ মিনিট নাগাদ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছ'তলায় ওল্ড সার্জিকাল বিভাগে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।এসি মেশিন থেকেই আগুন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। অগ্নিকাণ্ডে এ সি মেশিন ও একটি সোফাসেট নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই।

ফের অফিস টাইমে মেট্রোতে বিভ্রাট

স্টাফ রিপোর্টার: অফিস টাইমে ফের বিভ্রাট মেট্রো রেলে। শুক্রবার সকাল কবি সুভাষ স্টেশনে ডাউন লাইনে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল বিভ্রাট হয়। এরপর প্রাথমিকভাবে কিছুক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল সিগন্যালিংয়ের মাধ্যমে মেট্রো চলাচল শুরু করা হয়। এর জেরে বেশ কিছুক্ষণ মেট্রো চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। যদিও কিছুক্ষণ পরেই ফের সিগন্যাল চালু করে দেওয়া হয়।

ভাঙড়ের আন্দোলনের সমর্থনে বামেদের অবস্থান

ধর্মতলায় বামেদের অবস্থান কর্মসূচিতে সূর্যকান্ত মিশ্র, সুজন চক্রবর্তী।

স্টাফ রিপোর্টার: ভাঙড় কাণ্ডে অবস্থানে বসল বামেরা। ভাঙড়বাসীদের উপর প্রশাসনের বর্বরতার অভিযোগ তুলে শুক্রবার ধর্মতলায় গণ অবস্থানে বসে ১৭টি বাম ও সহযোগী দল। তাদের অভিযোগ, ভাঙড়বাসীদের উপর লাগাতার প্রশাসনের তরফে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তার উপর তৃণমূলের লোকজনও নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন করছে। এর ফলে ভাঙড় কার্যত অবরুদ্ধ। তার প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে পাওয়ার গ্রিড প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ভাঙড়ে অশান্তি শুরু হয়। পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের খণ্ডযুদ্ধও হয়। সংঘর্ষে দু'জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে ভাঙড়বাসীদের আন্দোলন অব্যাহত। এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে বামেরা। ১৭টি বাম দল বিভিন্ন সময়ে ভাঙড়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাও বলেছে। ভাঙড়ে অবরুদ্ধ মানুষের পাশে দাঁড়াতে শহরে অর্থ সংগ্রহ অভিযানও করে বামেরা। সেই টাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যও করেছে। এবার ভাঙড়ের কৃষক ও গ্রামবাসীদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে অবস্থান কর্মসূচি নিল বামেরা।

বড়বাজারে গয়না লুঠের ঘটনায় গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার: বড়বাজারে সোনার দোকান থেকে লুঠ হওয়া গয়না উদ্ধার করল পুলিশ। গত ৮ জুন বড়বাজারে মনোহর দাস স্ট্রিটে সোনার দোকানেই এক কর্মী প্রশান্ত দাসকে পালিশ করার জন্য হীরে সহ বেশ কিছু গয়না দেওয়া হয়। যার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। পরের দিন ৯ জুন তাকে ফিরে আসতে না দেখে দোকানের মালিক শান্তিকুমার বৈদ্য বড়বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

তারপর থেকেই পুলিশ অভিযুক্তর খোঁজ শুরু করে দেয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অবশেষে লিলুয়ার কালীতলার চকপাড়া থেকে প্রশান্ত দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় গয়নাও।

পুজো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে 'দেখো রে'

স্টাফ রিপোর্টার: বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকবে লালদিঘিতে 'দেখো রে'। ডালহৌসির লালদিঘিকে কেন্দ্র করে প্রতি শনি ও রবিবার যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়েছিল বৃষ্টির জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুজোর আগে ফের স্বমহিমায় খুলে দেওয়া হবে 'দেখো রে।'

নিষ্ক্রিয় কর্মী সরিয়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে চায় বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার: পরের বছরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবার নিষ্ক্রিয় কর্মীদের সরিয়ে সক্রিয় কর্মীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চলেছে গেরুয়া শিবির। শুধু রাজ্য কমিটিই নয়, জেলা কমিটিতেও বড়সড় রদবদল আনা হতে পারে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। এ ব্যাপারে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের সবুজ সংকেত পাওয়া গিয়েছে বলেও খবর। দেশের সাম্প্রতিকতম নির্বাচনগুলিতে দলের সাফল্য বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডকে অনেকটাই উৎসাহিত করেছে। তার উপর কংগ্রেস ও সিপিএমের শক্তি হ্রাসে রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে দ্রুত উত্থান ঘটছে বিজেপির। কাঁথি দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে অন্তত সেটাই ধরা পড়েছে। উত্তরপ্রদেশের পর নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের স্বপ্ন এখন 'মিশন বাংলা।' আর সেই স্বপ্ন পূরণে কোনও ত্রুটি রাখতে চায় না বিজেপি। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সক্রিয় কর্মীদের দলে গুরুত্ব বাড়িয়ে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। দলে লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বস্থিয় মজুমদারদের গুরুত্ব আরও বাড়তে পারে। বর্তমানে তারা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। রাজ্য বিজেপির সম্পাদক সায়ন্তন বসু, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের মতো নেতাদেরও দলে গুরুত্ব বাড়তে পারে বলে খবর। কারণ, এরা অত্যন্ত ভাল কাজ করছেন বলে মনে করছে দল। তাই এদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বসানো হতে পারে। বেশ কয়েকটি জেলার সভাপতিকেও বদল করা হতে পারে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার আধুনিক অ্যাপস ৭ টি পুরসভায়

প্রতীকী ছবি

আকাশ বিশ্বাস

নিজের শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার আসতে চলেছে অ্যাপ। আর এই আধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই খুব সাফাইয়ের কাজ। না। তাই বলে নিজের হাতের স্মার্ট ফোন আপনার বাড়ি বা আশেপাশে পড়ে থাকা ময়লা সাফ করে দেবে, বিষয়টা ঠিক এমনটা নয়। আসলে এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই অভিযোগ জানানো যাবে পুরসভায়। 'আমার শহর,পরিচ্ছন্ন শহর' নামের এই অ্যাপের হাত ধরে আরও স্বচ্ছ হতে চলেছে শহরতলির ৭টি পুরসভায়। নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য,'আমার বাড়ির,আমার ঘরের পাশাপাশি এখন আমার শহরকেও পরিষ্কার রাখা সমানভাবে দরকার, সেকথা মাথায় রেখেই এই ধরনের অ্যাপস চালু করা হল।' প্রাথমিকভাবে 'পাইলট প্রজেক্ট' হিসাবে দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, নৈহাটি, অশোকনগর-কল্যাণগড়, ভাটপাড়া ও বরাহনগর পুরসভায় চালু হচ্ছে এই 'আমার শহর, পরিচ্ছন্ন শহর' নামে নতুন এই অ্যাপটি। কীভাবে কাজ করবে এই অ্যাপটি? নিজের স্মার্টফোনে প্রথমে ডাউনলোড করতে হবে নতুন এই 'আমার শহর,পরিচ্ছন্ন শহর' অ্যাপটি।

আর তারপরই খুব সহজেই তারই মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যাবে ময়লা সাফাইয়ের। অভিযোগ পেয়েই তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে এসে ময়লা সাফাই করতে উদ্যোগ নেবে স্থানীয় পৌরসভা। এরফলে একদিকে যেমন খুব সহজেই ময়লা তোলা নিয়ে অভিযোগ পাবে স্থানীয় পৌরসভা, অপরদিকে পুর পরিষেবা নিয়ে নির্দিষ্টভাবে পৌরসভাকে ওয়াকিবহালও করতে পারবেন সাধারণ নাগরিকও। ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য,'মুখ্যমন্ত্রী নির্মল বাংলা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। নিজের শহরকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদেরই, ইতিমধ্যেই আমরা স্লোগানও তৈরি করেছি-নোংরা রাখুন বাড়িতে-ফেলুন নোংরা গাড়িতে।' অপরদিকে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক অন্তরা আচার্য বক্তব্য,'কলকাতার পাশাপাশি শহরতলিকেও পরিচ্ছন্ন রাখার দরকার না হলে স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে কোনওভাবে সামঞ্জস্য থাকে না, এই কাজই এবার এই অ্যাপের মাধ্যমে করা যাবে। তবে জেলার প্রায় সব পুরসভাকেই ধীরেধীরে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।' তাই এবার আর আশেপাশের ময়লা সাফাইয়ের জন্য হা-পিত্যেস করে মসে থাকতে হবে না, বরং নিজের স্মার্টফোনেই হবে মুশকিল আসান।

বাংলা ছবি 'এই শহরে' এর মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠানে ছবির কলাকুশলীরা।